OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 13
Website: https://tirj.org.in, Page No. 124 - 135
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 124 - 135
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের ছোটগল্পে মিথ-পুরাণের অনুসন্ধান

ড. মুন্সী মহম্মদ সাইফুল আহমেদ
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, আসাম
Email ID : saifulphd@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Myth, Archetype, Scarcity, Partition, Quran, Psychoanalysis, Fairy tale, Folklore, Motherhood.

Abstract
The purpose of the present research article is to explore how the spirit of Myth and 'Purana' has been instrumental in the formatiuon of Sayed Waliullah's Short Stories. The core of the writer's literary work was to highlight the true truth and conflicts of the religious life of middle and lower middle classes of the Muslim society of East Pakistan. Waliullah's philosophy of life, character creation and artistic consciousness have been revealed to us through the discussion of selected stories such as 'Nayanchara', 'Parajoy', 'Mrityu yatra', 'Rakta', 'Dui-Tir', 'Ekti tulsi gacher kahioni', 'Ston', 'Na kande bubu'. In judging the Myth, we have explored the surprising truth about the storyteller Waliullah's artistic awareness. This awareness comes from ancient Indian, that is, Hindu Myths and Arabian Myths— mythology and historical knowledge. Waliullah's Short Stories have not been discussed in the light of Mythology before, so our discussion explores the identity of author's work, its aesthetic and philosophical appeal and its innovation. Our discussion covered the literature of Bangladesh and East Pakistan, the literary identity of Sayed Waliullah, the identity and criticism of Myths and legends and the analysis of Stories in that context.

Discussion

এক

ভূমিকা : তৎকালীন পুর্ব-পাকিস্তানের অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯২২-১৯৭১) তাঁর ছোটগল্পে বাস্তবতার সীমা অতিক্রম করেন টুকরো টুকরো কোলাজে, মিথের ব্যবহারে ও জাগরণে অনড় কেন্দ্রবিন্দুগুলি ভেঙ্গে দিয়ে প্রতীকী তাৎপর্যে। লোকায়ত জীবনের ইতিহাস ও 'মিথ' বা মাইথলজিকে আশ্রয় করে তাঁর লেখনি নির্বিকার উচ্চারণ হয়ে উঠেছে। মাত্র পঞ্চাশ বছরের জীবৎকালে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ একজন শ্রেষ্ঠ ও ভিন্নরুচির বাঙালি লেখক হিসাবে খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। বাংলা উপন্যাসে তাঁর মূল্যবান অবদান— 'লালসালু', 'চাঁদের অমাবস্যা', এবং 'কাঁদো নদী কাঁদো'র মতো উপন্যাস। নাটক ও প্রবন্ধ রচনাতেও তিনি বিশিষ্টতা দেখিয়েছেন। তাঁর মাত্র দুটি গল্পগ্রন্থ— 'নয়নতারা' (১৯৪৪), এবং 'দুই তীর ও অন্যান্য গল্প', (১৯৬৫)। গ্রন্থবদ্ধ ও অগ্রন্থিত গল্প নিয়ে পঞ্চান্নটির মতো গল্প বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-র অবস্থান ও অবদান চিহ্নিত করে দেয়।[১]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 13
Website: https://tirj.org.in, Page No. 124 - 135
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তাঁর ছোটগল্পের পাত্র-পাত্রীরা মার্জিত, রুচিসমৃদ্ধ, সংস্কৃতিবান হয়েই একাকিত্ববোধে বিপন্ন, অন্তরের গভীরে অনিকেত চেতনায় আক্রান্ত। আর এখানেই পুরাণ ও প্রত্নপ্রতিমার বীজ উপ্ত হয়েছে। মূলত, বাঙালি-মুসলমান সমাজের অন্তর্বাস্তবতা ও বহির্বাস্তবতা নির্মাণের জীবন সংকট, চৈতন্যের সংকট ও মননের সংকট ওয়ালীউল্লাহের ছোটগল্পে মিথ-পুরাণের পুনর্নির্মাণ শৈলীতে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। মিথ সম্পর্কে সমালোচক বলেন—

> "মিথ শব্দটি গ্রিক 'মুথস' থেকে উৎপন্ন। 'মুথোস' বলতে বোঝায় সেই বাচন যাকে অন্য কিছুর সঙ্গে যুক্ত না করে স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা যায়। অন্যভাবে বলতে গেলে মিথ হল একটি বিশেষ বাচনপদ্ধতি। ...মিথগুলি আসলে ক্রিয়াশীল সত্তারূপে সমাজে বিরাজ করে। সমাজকে বেঁধে রাখে, ঐতিহ্যগত মতাদর্শ, মানবিক ব্যবহার প্রভৃতির আদর্শ জিইয়ে রেখে সামাজিক পরম্পরাকে ধরে রাখে। মিথের মধ্যে আমরা পাই গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের উপস্থাপনা অর্থাৎ ইতিহাসের বিশেষ গতিপথ দিয়েই আসা জীবনের দাবিদাওয়া, ধ্যান-ধারণা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-কল্পনা।"[২]

'মিথ' ব্যবহারের তিনটি দিক— সরল ব্যবহার, সৃষ্টি ও ধ্বংস। বাংলা সাহিত্যে 'মিথ' ভাণ্ডার সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধকাব্য'। 'মিথ' ব্যবহারের প্রক্রিয়া মূলত সচেতন। যদিও, অনেক সময়েই লেখকের অজান্তে 'মিথ' তাঁর লেখায় প্রবেশ করে। দেশ-বিদেশের পুরাণকথা, লোককথা ও কিংবদন্তি এমনকি ইতিহাস প্রসঙ্গও 'মিথ' হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যার দ্বারা সাহিত্য আর কোনো একজন পাঠকের কথা-অনুভব হয়ে থাকে না, তা সমষ্টির চেতনা দ্বারা জারিত হয়; ব্যক্তির সংকট সার্বজনীনতা লাভ করে। 'মিথ' তৈরি মানুষের এক সহজাত প্রবৃত্তি। পুরাকালে প্রকৃতির নানা রূপকে ব্যাখ্যা করবার জন্য যেমন দেবদেবীর মিথ তৈরি হয়, তেমনিই বর্তমানেও সমকালীন পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মেলাতে মানুষ নিজের মনেই নানা মিথ তৈরি করে। এ প্রসঙ্গে কার্ল ইয়ুং-এর মন্তব্য স্মরণীয়—

> "The unconscious mind is capable at times assuming an intelligence and purposiveness which are superior to actual conscious insight."[৩]

ইয়ুং এর 'কালেকটিভ আনকনসাস' বা সামূহিক নির্জ্ঞানের মধ্যে আদিম মূর্তিটি লুকিয়ে থাকে, আর চেতন মানসিকতায় তার ব্যাখ্যা উঠে আসে প্রাসঙ্গিক গল্প-কাহিনির অনুসঙ্গে। এ প্রসঙ্গে সমালোচক চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত তার 'মিথ-পুরাণের ভাঙাগড়া' গ্রন্থে বলা হয়েছে—

> "মিথের মধ্যে একটি জাতির সামগ্রিক অস্তিত্বের হদিশ মেলে, এমন কথা হয়তো অতিশয়োক্তি বলে মনে হবে—কিন্তু এটাও ঠিক যে, মিথের মধ্যে একটি জাতির নিজস্ব ঐতিহ্যের পরিকাঠামোটি নিবিড়ভাবে মিশে থাকে। উত্তরকালে তার ওপরেই গড়ে ওঠে সাহিত্যের বহুবিচিত্র হর্ম্য-সৌধ-প্রাসাদ-অট্টালিকা। মিথের আদিরূপটির মধ্যে ধর্মাচার, দেবতাকল্পনা এবং বিচিত্র ধরণের সংস্কার পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সহাবস্থান করে, আর উত্তরকালের কবি-শিল্পীরা সেই উপকরণগুলিকে চয়ন-বর্জন করে নিজেদের সমসাময়িক জীবনধারার লব্ধফল যে সব ধ্যানধারণা তার সঙ্গে মানানসই করেই নতুন-নতুন কাহিনী সৃষ্টি করেন।"[৪]

ব্যক্তিপ্রতিভা কল্পনাশক্তি দিয়ে ঐতিহ্যের মাটি থেকে রস আস্বাদন করে যে ফুল ফোটান, তা হয়ে উঠে এক একটি 'প্রত্নপ্রতিমা' বা 'Archetype', সমালোচক দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যের মতে —

> "এই ভাবেই কোনো দেশের সামূহিক লোকবিশ্বাস বা সামগ্রিক নির্জ্ঞানে সঙ্ঘবদ্ধ থেকে উদ্ভূত হয়ে কবির ব্যক্তিচৈতন্যের মর্মমূলে অধিষ্ঠিত হয়, আর সেই চৈতন্যের গভীরতল থেকে কখনও কখনও কাব্যের উপরিতলে উঠে আসে সেই সব প্রত্ন-প্রতিমা নব নব চিত্রকল্পের ব্যঞ্জনাবাহী প্রকাশরূপে।"[৫]

মিথ ও আর্কেটাইপ-এই দুইয়ের মধ্যেই অলৌকিক রসের প্রকাশ লক্ষ করা যায়। কিন্তু মিথের মধ্যে সেই অলৌকিক রস যেমন মানবনিয়তি ঘনিষ্ঠ, লোকগল্প ও আর্কেটাইপের মধ্যে তেমন নাও হতে পারে। ডি.ডি. কোশাম্বি তাঁর গবেষণা গ্রন্থ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 13
Website: https://tirj.org.in, Page No. 124 - 135
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

'Myth and Reality'তে দেবভাবনার উৎস বিবেচনায় প্রাকৃতিক ঘটনাকে চিহ্নিত করেছেন। সমালোচক এম. এইচ. আব্রামস 'A Glossary of Literary Terms' গ্রন্থে বলেছেন,- "Most Myth are related to social rituals—set forms and procedures in sacred ceremonies." এই ব্রতাচার ও কৃত্যজাত মিথিক উপাদানের ব্যবহার ওয়ালীউল্লাহের রচনায়ও দেখতে পাওয়া যায়। ধর্মেরও প্রাচীন এই পুরাকথাকে আব্রামস্ এইভাবে ব্যাখ্যা করেন—'It can be said that a mythology is a religion in which we no longer believe." এই পুরাকথা নানা দেশ ও জাতির সংযোগকে চিহ্নিত করে। গভীরভাবে পুরাকথার সংযোগ (Deep structure জাত) পিতৃপুরুষ ও দৈবসত্তার নিকটবর্তী হয়ে উঠে। গিলবার্ট মারে একেই 'ইন্টারন্যাল ডিউরেবিলিটি' বলে চিহ্নিত করেন। আর্কেটাইপের ব্যাখ্যায় জে. এ. কুডন সাম্প্রতিক Cultural Anthropology চর্চার প্রসঙ্গ এবং ইয়ুং-ফ্রয়েডকে অনুসরণ করেই বলেছেন—

> "An archetype is a vestie and universal, the product of a collective unconscious and inherited from our ancestor. The fundamental fads of human existence are archetypal: birth, growing up, love, family and tribal life, dying, death, not to mention struggle between children and parents and fraternal rivalry."[৬]

পুরাণপ্রতিমা অর্থাৎ মিথ এবং আর্কেটাইপের এই পরিচয়ের উপর ভিত্তি করে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের নির্বাচিত ছোটগল্পের আলোচনায় প্রবেশ করব। তবে, বর্তমান আলোচনায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ কিভাবে আধুনিক জীবনসঙ্কট ও অন্তর্বিরোধের বর্ণনায় মিথের ব্যবহার করেন তা অনুসন্ধানই হবে আমাদের মূখ্য উদ্দেশ্য। এখানে একটি কথা স্মরণীয়, রবীন্দ্রনাথ 'রক্তকরবী' নাটকের অভিভাষণে বলেছেন, - "আধুনিক সমস্যা বলে কোনো পদার্থ নেই, মানুষের সব সমস্যাই চিরকালের।" এখানেই মিথের সার্বজনীন আবেদন— চিরনতুন ও চিরপুরাতনের মেলবন্ধন ঘটেছে।

দুই

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর প্রথম আত্মপ্রকাশ 'নয়নচারা' গল্পে, পূর্বাশা পত্রিকায়।[৭] ১৩৫০ মন্বন্তর ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-এর পটভূমিতে ওয়ালীউল্লাহ তিনটি গল্প লিখেছেন— 'নয়নচারা', 'মৃত্যযাত্রা', ও 'রক্ত'। প্রথম গল্পটিতেই ওয়ালীউল্লাহর বিশিষ্টতা চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিল মনোবাস্তবতার শিল্পাঙ্কনে।

'নয়নচারা' গল্পে, ১৩৫০-এর দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে আমু ও তার মতো আরো অনেকে একমুঠো খাদ্যের আশায় গ্রাম ছেড়ে এসে কলকাতা শহরের পথে পথে ঘূর্ণমান ছিল।[৮] তাঁর গল্পে কখনোই মূল্যবোধের সামগ্রিক অবক্ষয়, মানবিক নীতি-আদর্শের সর্বাত্মক ব্যত্যয় ও স্খলন কিংবা জৈব-পঙ্কিলতার কোনো মনোহর ছবি উপস্থাপিত হয়নি। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'নয়নচারা' গল্প তাঁর এই সুস্থির ও আদর্শায়িত এবং দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে ব্যক্তির চেতনাপ্রবাহআশ্রিত, অনুভূতিমগ্ন রূপের শিল্পকথা। এই গল্পে আমরা 'আমু'কে শৈবপুরাণের শিবের অনুষঙ্গীভাবে দেখতে পাই। বিশেষত লোকপুরাণ ও মঙ্গলকাব্যের ভিখারি শিবের ভিক্ষা ও অন্নপূর্ণার অন্নদান প্রসঙ্গের ছাপ এই গল্পে লক্ষিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর আর্থ-সামাজিক কাঠামোর সাথে ব্যক্তির চূড়ান্ত সঙ্কটের সময়ে—শিবের বিষের জ্বালার চেয়ে বড় হল পেটের জ্বালা—'অন্নদামঙ্গলে'র কবি ভারতচন্দ্র তা সুন্দরভাবে তুলে ধরেছিলেন। 'নয়নচারা' গল্পের শিব-রূপ আমু চরিত্রটির কাছে, "এধারে শ্মশানঘাটে মৃতদেহ পুড়ছে। ভয় নেই। মৃত্যু কোথায়? মৃত্যুকে সে পেরিয়ে এসেছে, আর অলিগলি দিয়ে ঘুরে মৃত্যুহীনতার উন্মুক্ত সদর রাস্তায় সে এসে পড়েছে।" মৃত্যকে জয় করে যে, সে-ই মৃত্যুঞ্জয়। অর্থাৎ জিতপুত্র, মৃত্যহীন, অমর। পুরানের পাঠে আমরা জানি—

> "অধর্মের স্ত্রী 'হিংসা', ছেলে 'অনৃত' এবং 'নিকৃতি'। এদের থেকে জন্মায় ভয়, নরক, মায়া ও বেদনা। মায়ার ছেলে মৃত্যু। মৃত্যকে বহু জায়গায় নারীও বলা হয়েছে।"[৯]

'শিব' মৃত্যকে জয় করেছিলেন, এখানে 'আমু'র মধ্যেও সেই চেতনা কাজ করছে। ১৯৪৩-এর মন্বন্তরে গ্রাম ছাড়া 'আমু' ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পথে-পথে, দোরে-দোরে ঘুরে ফেরে একমুঠো খাদ্যের প্রত্যাশায়। কাহিনিতে দেখি, তার "গলার সুড়ঙ্গ দিয়ে একটা আর্তনাদ বেয়ে-বেয়ে উঠছে ওপরের পানে, এবং যখন সে আর্তনাদ শূণ্যতায় মুক্তি পেল, রাত্রির বিপুল অন্ধকারে মুক্তি পেল, অত্যন্ত বীভৎস ও ভয়ঙ্কর শোনাল তা। এ কী তার গলা— তার আর্তনাদ?"

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 13
Website: https://tirj.org.in, Page No. 124 - 135
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মধ্যযুগের কাব্য পূর্বে উল্লেখিত ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে' শিবের ভিক্ষাফল যা মিলেছে, তা হল—

"সবে বলে অন্ন নাই বলহ কি দিব।।
কি জানি কি দিব আজি হৈল প্রতিকূল।
অন্ন বিনা সবে আজি হয়েছে আকুল।।"

গল্পটিতে আমরা দেখি, কোথাও ভিক্ষা পায় নি আমু, তাকে সকলে দেখেও না দেখার ভান করে। শহরের ধনতন্ত্রের আগ্রাসী মানুষদের কাছে এরা যাই হোক না কেন; 'আমুর' কাছে বিচিত্র স্বার্থপর এই শহরের সব মানুষ। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় আড়ষ্ট আমু খোয়াব অর্থাৎ স্বপ্ন দেখে—

> "লালপেড়ে শাড়ি ঝলকাচ্ছে; রক্ত ছুটছে। যেমন করিম মিঞার মুখ দিয়ে সেদিন ফিনকি দিয়ে ছুটছিল রক্ত। তবে মেয়েটার গলার নীচেটা সাদা, এত সাদা সে মনটা হঠাৎ স্নেহের ছায়ায় ছুটে গিয়ে উপুড় হয়ে পড়বার জন্য খাঁ-খাঁ করে উঠে। মেয়েটি হঠাৎ দুটি পয়সা দিয়ে চলে গেল রক্ত ঝলকিয়ে।"[১০]

আমুর এই খোয়াব অর্থাৎ স্বপ্ন তার মনোসমীক্ষায় ধরা পড়ে—শিবের অন্ন মেলে অন্নপূর্ণার কৃপায়। আমুর ক্ষেত্রেও বাস্তবে যা ঘটে—'অবশেষে দরজার প্রাণ কাঁপল, কে একটা মেয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এল, এসে অতি আস্তে-আস্তে অতি শান্ত গলায় শুধু বলল নাও'। অন্নপূর্ণার সম্পর্কে আমরা জানি—

> "অন্নপূর্ণা—শক্তির একটি রূপ। কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রানুসারে এই পূজার নিয়ম দেওয়া আছে। দেবী রক্তবর্ণা, বচিত্র বসনা, স্তনভারনম্রা, অন্নপ্রদান নিরতা ও ভবদুঃখহন্ত্রী। তাঁর মাথায় বালচন্দ্র। নৃত্যপরায়ণ শিবকে দেখে তিনি সন্তুষ্ট হ্ন, চৈত্রের শুক্লা অষ্টমীতে তাঁর পূজা হয়।"[১১]

উল্লেখ্য স্বপ্নের লালপেড়ে শাড়ি, রক্ত ও দেবীর 'রক্তবর্ণা' ও 'হাতে অন্নপাত্র' ও অন্নদান-স্বপ্ন, বাস্তব ও পুরাণ প্রতিমা একাকার হয়ে গিয়েছে এই গল্পে। ওয়ালীউল্লাহ 'নয়নচারা' গল্পে পুরাণ প্রসঙ্গকে এইভাবেই রূপকের ব্যবহার দ্বারা বর্তমান যুগ ও জীবন-সংকটকে, দুর্ভিক্ষের বাস্তবতাকে চিত্রিত করেছেন।

মন্বন্তরের সর্বব্যাপী শূন্যতা এ গল্পের অপর চরিত্র ভুতনির ভাই 'ভুতো' কে গ্রাস করেছে। তার মৃত্যু প্রতিভাত হয়েছে কাব্যিক ব্যঞ্জনায়— "মরছে মরছে কথা দু-রঙ্গা দানায় গাঁথা মালা।" ভুতো প্রসঙ্গে গড়ুরের সমুদ্রে আত্মবিসর্জনের প্রত্নছাপ এক্ষেত্রে আমাদের মনে পড়ে। আবার, 'নয়নচারা' গল্পে ইসলামিক আজরাইল মিথের[১২] বারংবার ব্যবহার দেখা যায়। এই মৃত্যু ও পাপের বাহক শয়তানের প্রসঙ্গ—

> "লোকটির মধ্যে শয়তানের চোখ জ্বলছে, আর সে-চোখ হীনতায় ক্ষুদ্রতম ও ক্রোধে রক্তবর্ণ। ...শয়তানকে দেখে বিস্ময় লাগে, বিস্ময়ে চোখ ঠিকরে যায়, ঘন অন্ধকারে তাতে আগুন ওঠে জ্বলে। তবে, শুধু এই বিস্ময়-ই; ভয় করে না একটুকুও; বরঞ্চ সে (আমু) যেন শয়তানের সাথে মুখোমুখি দেখা করার জন্য অপেক্ষমান। ...পেছনে কালো শয়তান কালো রঙে হাসে। তা হাসুক, আলাদা দুনিয়ায় হাসুক, কারও কোনো আপত্তি নেই...।"[১৩]

কোরান শরীফের সৃষ্টিতত্ত্বে এই শয়তানের কথা আছে। শয়তান মানুষের পদস্খলন ও পাপে নিমজ্জিত হতে অনুপ্রেরণা দেয়। কোরানের ২নং পারার ২১ রুকু-এর ১৬৮ নং আয়াত বা বাক্যে বলা হয়েছে, "শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিঃসন্দেহে, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" কোরানে আল্লাহর অবিশ্বাসীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, তাঁর (আল্লাহর) পরিবর্তে তারা দেবীর পূজা করে এবং বিদ্রোহী শয়তানের পূজা করে।

এখানে উল্লেখ্য 'আমু'র জীবনে মন্বন্তর ও বিশ্বযুদ্ধের নঞর্থক বীভৎসতার হাহাকারে নির্লিপ্তি প্রাপ্তি ঘটেছে। কৃষির দূর্বলতা, গ্রাম বাংলার অর্থনীতিতে ভাঙন, শিল্পে মন্দা, শহরমুখী উদ্বাস্ত জনতার ভিড়, মহামারি, রোগের সংক্রমণ, আধুনিক নগর সভ্যতার আত্মকেন্দ্রিকতা ও মূল্যবোধের অবমূল্যায়ণ, গ্রাম ছেড়ে আসা এই সহজ-সরল ধর্মমুখী মানুষগুলোর অস্তিত্বে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 13
Website: https://tirj.org.in, Page No. 124 - 135
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এমন সঙ্কট সৃষ্টি করেছে, যেখানে একমুঠো খাদ্য, সর্বোপরি বেঁচে থাকাই দুষ্প্রাপ্য; তখন শয়তানের বীভৎসতা বা ভয় নয়, বরং এই সময়ে ব্যক্তির বোধ 'শূণ্য মনে হয়'। এইভাবে ওয়ালীউল্লাহ মিথ ভাঙেন আধুনিক জীবন আততির বিপ্রতীপে।

'একটি তুলসী গাছের কাহিনি', সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের অসাধারণ এক শিল্পসার্থক নির্মাণ। এই গল্পে দেশভাগের সাম্প্রদায়িক হুজুগে কর্মস্থল ও পূর্ববাসস্থান ত্যাগ করে উদ্বাস্তু হয়ে পূর্ববাংলার এক শহরে এসেছে মতিন, বদরুদ্দিন, এনায়েত, ইউনুস, মোদাব্বের ও মকসুদ প্রভৃতি চরিত্রেরা। তারা শহরে বহিরাগত ও নিরাশ্রয়, কিন্তু অচিরেই একটি পরিত্যক্ত 'হিন্দুবাড়ি' দখলের মাধ্যমে তারা অর্জন করেছে নিজেদের নির্দিষ্ট ঠিকানা। অতীতের দুর্গন্ধময় ও নোংরা বস্তির তুলনায় বড়ো-বড়ো কামরা, নীলকুঠির দালানের ফ্যাশানের মস্ত মস্ত জানালা-যুক্ত এই বাড়িটির রাজসিক মুক্ত ও পর্যাপ্ত পরিসরের স্বাস্থ্যময় পরিবেশে তারা তৃপ্ত ও স্বপ্নাতুর। অচিরেই রান্নাঘর সংলগ্ন উঁচু জায়গায় তারা আবিষ্কার করে একটি শীর্ণপ্রায় তুলসী গাছ। আর সেই অনুসঙ্গে তাদের মধ্যে জেগেছে অজানা বাড়ি ছেড়ে যাওয়া গৃহকর্ত্রীর প্রতি প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি, সহমর্মিতা। প্রথমেই যদিও তারা বলেছিল, "উপড়ে ফেলতে হবে ওটা। ...কোন হিন্দুয়ানির চিহ্ন আর সহ্য করা হবে না।" তবু গোপনে গোপনে ওই তুলসীগাছের যত্ন নেয়। আগাছা পরিস্কার করে, গাছে পানি দিয়ে সতেজ করে। পরবর্তীকালে সরকার বাড়িটা রিকুইজিশন করলে, তাদের বাড়ি ছাড়তে হয় এবং তুলসীগাছটা আবার শুকিয়ে যায়।

ওয়ালীউল্লাহ এই গল্পে তুলসীগাছকে যে প্রতীকে ব্যবহার করেছেন, তা মানবিকতা; সাম্প্রদায়িকতার অনেক উর্দ্ধে। হিন্দু পুরাণে 'তুলসী'র যে ব্যাখ্যা পাই—

> "তুলসী—রাধার সহচরী। স্বর্গে একদিন কৃষ্ণের সঙ্গে তুলসীকে বিহার করতে দেখে রাধিকা একে মানবী হয়ে জন্মাবার শাপ দেন। অন্য মতে লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গা তিন জনে বিষ্ণুর স্ত্রী। বিষ্ণু ও গঙ্গাকে পরস্পরের প্রতি এক দিন বিশেষ ভাবে অনুরক্ত হয়ে উঠতে দেখে লক্ষ্মী সরস্বতী ও গঙ্গা তিনজনের মধ্যে হাতাহাতি আরম্ভ হয়ে যায় এবং সরস্বতী শাপ দেন লক্ষ্মী পৃথিবীতে গাছ হয়ে জন্মাবেন।"[১৪]

তবে, উক্ত গল্পে 'তুলসীগাছ' অলৌকিক রসহীন সত্যতা মাত্র নয়, 'সামগ্রিক নিজ্ঞানে'-এর চিহ্ন বা প্রতীক, যা গল্পে ব্যক্তিচৈতন্যের মর্মমূলে অধিষ্ঠিত হয়েছে। এই সন্দর্ভের গোড়ায় আব্রামসের ব্রতাচার ও কৃত্যজাত মিথিক উপাদান সম্পর্কে বলেছিলাম— "Most Myth are related to social rituals-set forms and procedures in scared ceremonies." —এর প্রাচীন কথার সাথে সংযোগ নির্মাণ করে। গল্পে আমরা দেখি সঙ্কটের দিনে আশ্রয় পাওয়ার তাদের মধ্যে এক গভীর আন্তরিক সহানুভূতি জাগে—

> "হিন্দু রীতিনীতি এদের তেমন ভালো করে জানা নাই। তবু কোথাও শুনেছে যে, হিন্দুবাড়িতে প্রতি দিনান্তে গৃহকর্ত্রী তুলসীগাছের তলে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালায়, গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করে। ...আকাশে যখন সন্ধ্যাতারা বলিষ্ঠ একাকিত্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠত, তখন ঘনায়মান ছায়ার মধ্যে আনত সিঁদুরের নীরব রক্তাক্ত স্পর্শে একটি শান্ত-শীতল প্রদীপ জ্বলে উঠত প্রতিদিন। ঘরে দুর্দিনের ঝড় এসেছে, হয়তো কারও জীবন-প্রদীপ নিভে গেছে, আবার হাসি-আনন্দের ফোয়ারাও ছুটেছে সুখ-সময়ে। কিন্তু এ-প্রদীপ দেওয়া-অনুষ্ঠান একদিনের জন্যেও বন্ধ থাকে নাই।"[১৫]

সমালোচক H. Krappe বলেছেন, "any belief or practice has is not Recommend or enjoyed be any of the great organized religions such as Christianity, Judaism, Islam and Buddhism." সংহত সমাজের এক বিরাট অংশ যখন দীর্ঘকাল ধরে বিচার না করেই কিছু আচার-আচরণ মেনে চলে এই ধারণায়, যে এগুলিকে মেনে চললে তাদের মঙ্গল এবং না মানলে অমঙ্গল— এভাবে এ গল্পে সংস্কার তৈরি হতে গিয়ে ভেঙে গেল—মানুষগুলোর অস্তিত্বের সঙ্কট সেই প্রত্ন-প্রতীককে, সেই মিথিক্যাল ভাবনাকে নস্যাৎ করেছে এখানে।

তিন

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 13
Website: https://tirj.org.in, Page No. 124 - 135
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কথাসাহিত্যিক ওয়ালীউল্লাহের 'খণ্ড চাঁদের বক্রতায়'[১৬] একটি মনোসমীক্ষণজাত ছোটগল্প। এই গল্পে দেখি, 'এ বস্তিতে আজ এই যে এত আনন্দ কোলাহল এর মূলে রয়েছে শেখ জব্বারের চতুর্থ বিবির আগমন।' বস্তির ক্লিন্নতা, মালিন্য, অসংগতি ও বিকৃতির জীবনে তীব্র উল্লাস 'আলোর বৃত্তে' নয়, 'খণ্ড চাঁদের বক্রতায়'। আমরা জানি পুরাণে আছে, চন্দ্র মন্ডলের দেবতা। কল্পে কল্পে বহু চন্দ্রের উৎপত্তি ও লয় হয়েছিল। প্রথম স্বায়ম্ভুব মনুর সময়ে সমুদ্রমন্থনকালে চন্দ্র, অমৃত, পারিজাত, লক্ষ্মী, ঐরাবত, উচ্চৈঃশ্রবা ইত্যাদি উঠেছিল। মহাদেব হলাহল পান করেছিলেন বলে তার বিষের জ্বালা কমাবার জন্য চাঁদ রূপ এই স্নিগ্ধ রত্নটিকে তাকে মাথায় ধারণ করতে দেওয়া হয়। 'হরিবংশ' থেকে জানতে পারি, অত্রির চোখ থেকে চন্দ্র রূপে 'কাম' জন্ম লাভ করে। দক্ষ জগতের হিতার্থে চন্দ্রকে বর দেয় ১৫ দিন ক্ষয় ও ১৫ দিন বৃদ্ধি এবং নির্দেশ দেয় সকল স্ত্রীর প্রতি সমান ব্যবহার করতে হবে।

আলোচ্য গল্পে 'ঘোড়েকা বাদশা' শেখ জব্বার চতুর্থ বিবির আগমনে বিপুল আয়োজন ও বিনোদনের ব্যবস্থা করে। এই জব্বার শিবের আর্কেটাইপ-জাত সৃজন। গল্পের শেষে দেখি আকাশে খণ্ডচাঁদ ঝুলছে। ক্ষয়িত চাঁদের বক্রতায় কামনার ইঙ্গিতময় গুচ্ছগুচ্ছ আঙুরফল ঝুলছে—

> "আকাশে হয়তো গুচ্ছ-গুচ্ছ আঙুর ফল ঝুলছে, তার প্রত্যেকটি মহব্বতের রসে ভরা। কেন অত আঙুর, কেনই বা ঝুলছে? — ঝুলছে শুধু নারীর দেহে ঝরঝর করে ঝরে পড়বার জন্যে। জয় হোক নারীর দেহের আর গুচ্ছ গুচ্ছ আঙুর ফলের।"[১৭]

আর এই সময় জব্বার কামাতুর গলায় 'শাহি-গলায় বজ্রনিনাদ করে উঠল। সে আওয়াজে ভাষা নেই, শুধু তাতে টাটকা গরম খুন টগবগ করছে।' এই গল্পটির প্রসঙ্গে গ্রিক পুরাণের আর্টেমিস-এর কথা মনে পড়ে, যে ছিল চন্দ্রদেবী। যে সব মানুষ অসৎ, নারীর প্রতি বিশ্বস্ত নয়, তাদের এই দেবী শাস্তি দেন। আর্টেমিস সতীত্বের প্রতীক-দেবী। ভালবাসার শক্তিকে আর্টেমিস অগ্রাহ্য করেছেন বারবার। গ্রিক পুরাণের এই ইঙ্গিতে শেখ জব্বারের চতুর্থ বিবির আগমন ঘটনাটি গভীর অতলচারী ব্যঞ্জনায় শিল্পরূপ লাভ করেছে।

ওয়ালীউল্লাহর সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত 'পরাজয়' গল্পের ভাষা নোয়াখালি-রংপুর অঞ্চলের পরিচয় বহণ করে। নদী-চরের অনিশ্চিত জীবন প্রকৃতির কাছে অসহায়, নিরুপায়ভাবে পরাজিত। গল্প কাহিনিতে দেখি, নতুন চরে বাসা বেধেঁছিল ছমির ও কুলসুম। মাচায় ওঠার অনতিকাল পরেই সর্পদষ্ট হয়ে ছমির মারা যায়। রাতের নিস্তরঙ্গ নদীতে কুলসুমের অনুচ্চ কণ্ঠের ডাক কেবল শূন্যেই মিলিয়ে গেছে, তার সাহায্যে কেউ আসেনি। পরের দিন মজনু ও কালু এসে সদ্য বিধবা কুলসুমসহ মৃতদেহ নিয়ে যায়। কালা ও মজনু এসে ডাকাডাকি করে—

> "—বউ-এর না হয় লজ্জা হইছে, তোমার মুখে রা নাই ক্যান ছমির মিঞা?
> —মোরা রাজপুত্তুর গো, এবার মজনুর কৌতুকোচ্ছল গলার আওয়াজ শোনা গেল, সাত-সমুদ্দুরের পার হইতে আসিতাছি রাজকইন্যারে দেখবার লাইগা। ...কালো-কালো ডাগর চোখের ছাড়ায় ওর মুখটি ভারি স্নিগ্ধ ও কোমল দেখায় বলে মজনু বলে যে, সে কোনো অচিন দেশের রাজকন্যা, যার রূপ নীল আকাশের পরির মতো, চুল মেঘের মতো, আর দেহের রঙ সোনার মতো। কিন্তু সে চোখে কী স্তব্ধতা এখন।
> ...অমন থির হইয়া বইসা ক্যান্‌ গো রাজকইন্যা, ছোট্ট নাকের ছোট্ট নথটাও যে নড়তাছে না। দুই জনে বুঝি খুব হইছে একচোট?"[১৮]

এরপর কুলসুম অমোঘ সেই পরিণতির কথা জানায়—'কাটি ঘায়ে মরেছে সে'। লোককথার বিভিন্ন প্রকরণের মধ্যে সমৃদ্ধতর হল রূপকথা। যেখানে 'খল' চরিত্ররূপে আসে রাক্ষস বা দৈত্য। এ প্রসঙ্গে গল্পে দেখি, "স্রোতের অনুকূলে ওদিক হতে একটা দৈত্যের মতো গোপালপুরি নৌকা আসছে, পালের রঙ তার সাদা। পেছনে মাচার ওপর লাল ডোরাকাটা নিশানার তলে বসে রয়েছে ন্যাড়া হিন্দুস্তানি মাঝি, তা ছাড়া বাইরে কেউ নেই। মাঝির পানে চেয়ে মজনু হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, হেইগো,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 13
Website: https://tirj.org.in, Page No. 124 - 135
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বাঁয়ে বাঁয়ে, নৌকা না তো, সত্যিই যেন দৈত্য।" এই রূপকথার কাহিনিতে সহানুভূতি পায় রাজকন্যা-রাজপুত্র। এ প্রসঙ্গে সমালোচক বলেন—

> "রাক্ষস-খোক্কস-দৈত্য-দানা-ডাইনী-পেত্নী জনমানসের সামূহিক অবচেতনে এরা হল অশুভের প্রতীকবাহী। রাজপুত্র - মন্ত্রীপুত্র - কোটালপুত্র - রাণী - রাজকুমারী আপাত বিচারে সাধারণ মানুষের ওপরতলার বাসিন্দা হলেও, এদের মতো করে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষায় রূপকথার স্রষ্টারা এদের মধ্যে নিজেদেরকে প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছেন; অর্থাৎ যে শ্রেণির হাতে বাস্তবে তাঁরা পীড়িত হন, এরা তাদেরই প্রতিরূপ। যৌথ অবচেতনার এ এক বিচিত্র জটিল গ্রন্থি।[১৯]

পরাজয় গল্পে 'প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা' অশুভ শক্তির প্রতীকে প্রতিফলিত হয়েছে। কালু ও মজনু রূপকথার চরিত্রের সঙ্গে নিজেদের একান্ত করে কুলসুমকে 'রাজকন্যা' রূপে কল্পনা করে এবং তারই অনুষঙ্গে জনজীবনের সামূহিক-নির্জ্ঞানজাত ও ঐতিহ্যগত সংস্কারও গড়ে তোলে। আলোচ্যংশে 'সাত-সমুদ্দরের পার' রূপকথারই পরিচিত একটি উপকরণ এবং এটিও একান্তভাবেই বাঙালি লোকজ-অভিপ্রায় বা মোটিফ। রাজপুত্র সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে গিয়ে রাজকন্যাকে লাভ করেন। গল্পকারও কুলসুমকে লাভ করার মতো কালু বা মজনুর সামনে অনুকূল অভিক্ষেপ এনেছেন—

> "...দুঃখী ও গরিব বলে তাদের কাছে মৃত্যু তত অস্বাভাবিক, মর্মান্তিক ও দুঃখজনক নয়; তাদের জীবন নর্মবিলাসে ও সুখের মোলায়েম সুবেদী আবরণে ঘেরা নয় বলে মৃত্যুকে তারা বড়ো করে দেখে না, বরঞ্চ সেটা যেন তাদের কাছে মুক্তি, অর্থশূন্য একটানা নিষ্ফল শ্রমের অবসান। তাছাড়া ওদের ব্যথার ভাষাও সংকীর্ণ ও সংক্ষিপ্ত বলে ওরা নীরব হয়েই রইল।
> ...বেহুলার কাহিনি কুলসুমের মনের প্রান্তে তুলোর মতো, হালকা সাদা মেঘের মতো নিঃশব্দে উদয় হয়েছে। বেহুলার মতো মৃত স্বামীর দেহ নিয়ে ভেলায় ভেসে সেও যাবে। কিন্তু কোথায়?"[২০]

বেহুলার মতো কুলসুমও বলেছে— 'কলা গাছের ভেলা কইরা অরে তোমরা ভাসাইয়া দেও, আর আমি যামু লগে।' বাংলাদেশের নিজস্ব লোক-পুরাণ 'মনসামঙ্গল' কাব্যের বেহুলা-লখিন্দরের করুণ কাহিনির সরাসরি ব্যবহার করেছেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ। গল্পকার এখানে মানুষের লোকপুরাণের যে ব্যবহার করেছেন, তা দেব-দেবীর অলৌকিক আবরণহীন সাধারন মানুষের চিরকালীন সঙ্কট— মৃত্যুর রহস্য। পৃথিবীতে অন্তত একবারের জন্য অর্ফিয়ুসের ভাগ্যে মৃত্যু বিজয়ের সুযোগ এসেছিল। অর্ফিয়ুস কাহিনির মতো মানব-নিয়তির প্রহেলিকাসম্পন্ন মিথগুলিই আধুনিক মনকে বেশি করে আকৃষ্ট করে। কারণ আধুনিক মন অনেক বেশি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দর্শনে শিক্ষিত হয়েও ঐ নিয়তির প্রহেলিকার কাছে আজও অসহায়।

মঙ্গলকাব্যের লখিন্দর-বেহুলা মিথটিতেও দেখি বেহুলার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল সাপে কাটা স্বামীকে কলার মান্দাসে ভাসিয়ে স্বর্গপুরীতে গিয়ে দেবতাদের বিনোদনের মাধ্যমে খুশি করে মৃত স্বামীসহ ভাসুর ও ধন-সম্পত্তি উদ্ধার করে আনা।[২১] এখানে দেবী মনসার কোনও কোপ নয়, প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা কুলসুমের জীবন থেকে চিরকালের জন্য ছমিরকে কেড়ে নিয়েছে। আর ধর্মীয় বৈরিতার কারণে ছমিরের দেহ নিয়ে যাওয়া হয় গাঁয়ে, কবর দেবার উদ্দেশ্যে। এই যাত্রাপথে কুলসুমের অবস্থা যেন যক্ষপ্রিয়ার ব্যঞ্জনা এনেছে। 'পরাজয়' গল্পে ইসলামিক পুরাকথার প্রসঙ্গও এসেছে।

> "—মইরা মানুষ কই যায়, কইবার পার মজনু ভাই?
> —ওই আকাশে যায়। চোখ উলটে ওপরের পানে ইঙ্গিত করে উত্তর দিল মজনু।
> —জান্ডা নিবার কালে আজরাইল কী জবর কষ্ট দেয়?"[২২]

মৃত্যুর পর মানুষ কোথায় যায়— এই প্রশ্ন এসেছে দরিদ্র-অশিক্ষিত কুলসুমের। ভারতীয় দর্শনে চার্বাক পন্থীরা পরলোক ও দেহাতিরিক্ত আত্মা মানেন না। বৌদ্ধগণ পরলোক মানেন, কিন্তু নিত্য আত্মা স্বীকার করেন না। পাপ ও পুণ্যের ফল অনুসারে পরলোকে বাস করতে হয়। পুণ্যক্ষয় হলে আবার জন্মাতে হয়। নরক ভোগের পরও জন্মাতে হয়। ধার্মিকরা দেবযান পথে স্বর্গে যান। এই পথে অগ্নিলোক, বায়ুলোক, আদিত্যলোক, বরুণলোক, ইন্দ্রলোক ও প্রজাপতিলোক বিদ্যমান। ভারতীয়

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 13
Website: https://tirj.org.in, Page No. 124 - 135
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

দর্শনে স্বর্গলোক অপেক্ষা মুক্তিকে বড় বলা হয়েছে। মুক্তি বা মোক্ষ[২৩] লাভের পর আর জন্মাতে হয় না। আবার, ইসলামিক মতে মানুষের দ্বিতীয় জন্ম নেই। আত্মার মোক্ষফলও নেই। পাপ-পুণ্যের বিচার হবে কিয়ামত বা মহাপ্রলয়ের দিনে—

> "তখন যার পাল্লা (পুণ্য) ভারী হবে, সে লাভ করবে সন্তোষজনক পরিণতি। কিন্তু যার পাল্লা হাল্কা হবে, তার স্থান হবে 'হাবিয়া' দোজখ। তা (হাবিয়া) কি, তা তুমি জান কি...তা উতপ্ত অগ্নি।"[২৪]

আজরাইল-মিথ প্রসঙ্গ এখানে চরিত্র ও আবহের ভয় ও নিঃসঙ্গতার দ্যোতনা এনেছে। বেহুলা মৃত্যুকে অতিক্রম করে প্রাণের উজ্জীবন ঘটিয়েছিল। বাংলার লোকপুরাণের এই সর্বশ্রেষ্ঠা নায়িকাকে ওয়ালীউল্লাহ কুলসুমের চিত্রকল্পে এ গল্পে ব্যঞ্জিত করেছেন। তার সমস্ত উপলব্ধি উক্ত মিথটির সঙ্গে মিশে গিয়ে বাস্তবের কাছে ভেঙে খান্‌ খান্‌ হয়ে গেছে।

চার

হিন্দু পুরাণে কথিত আছে 'কালরাত্রি'তে যাত্রা করতে নেই এবং 'যাত্রায়ং মরণং কালে'—এই বচনানুসারে বারবেলা বা কালরাত্রিতে যাত্রা করলে মৃত্যু হয়ে থাকে। পুরাণ এবং 'জ্যোতিষরত্নাকর'-এর যাত্রার আচার-অনুষ্ঠান এবং নীতি ভেঙে পরিবর্তিত হয়ে গেছে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'মৃত্যযাত্রা' নামক ছোটগল্পটিতে। গল্পের প্রথম বাক্যটি এইরূপ— 'অন্ধকার নিবিড় হলেও তবু আবছা-আবছা নজরে পড়ে ঘাটে বাঁধা ছইশুন্য ভারী খেয়া নৌকাটা।' তিনু, করিম, শুকলু, মতি নাপিতের বউ— এরা মন্বন্তরের হাত থেকে প্রাণে বাচঁতে ভেসেছে নদীতে (শুধু যে তাদের গাঁয়ে নয়, সর্বত্র আকাল ও অনটন লেগেছে— একথা খেয়াল হয় না)। এই দুর্ভিক্ষ তাড়িত জীবনের বর্ণনা দিয়েছেন গল্পকার এইভাবে— 'মৃত্যু যেন তাকিয়ে রয়েছে কালো জীবনের পানে।' তাদের সে যাত্রা আশায় দোলায়িত, অথচ নিরাশায় জর্জরিত। সদ্যমৃতা বুড়ির 'জানাজা' সম্ভব হয় না, এবং প্রান্তরের ধারে বৃহৎ বৃক্ষের তলে গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বুড়োর মৃতদেহ বসে রইল অনন্ত তমিস্রার দার্শনিকের মতো। ধর্মীয় ও সামাজিক নিয়ম-নীতি মেনে সৎকার্য সম্পন্ন হয় না। মর্মান্তিক জীবনযুদ্ধে, সামূহিক সঙ্কটের মুহূর্তে তৈরি হয় জীবনকথা— 'এরা শহিদ; যারা দুভিক্ষের সাথে সংগ্রাম করে প্রাণ দিচ্ছে তারা শহিদ গো, শহিদ।'

> "মৃতুর্জন্মবতাং বীর দেহেন সহ জায়তে।
> অদ্য বাব্দশতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবম্‌।।"
>
> (ভাগবত ১০। ১ অ.)

'মৃত্যুর পর শোক করা বুদ্ধিমানের কাজ নহে। কারণ, যাহা অন্যথা করা একেবারে অসম্ভব, তাহার জন্য শোক প্রকাশ করিয়া লাভ কি...' এই শাস্ত্রীয় বচন গল্পের চরিত্রগুলি আজ কত সহজে হৃদয়ঙ্গম করেছে; গল্পকার নির্লিপ্ত বর্ণনায় কখনো পুরাণ প্রসঙ্গ, কখনো কলমন পরি প্রসঙ্গ (রূপকথা, লোককথা) বা কখনো খোদাদ্রোহী ইবলিশ শয়তানের মিথিক্যাল ইমেজ বা রূপকের মাধ্যমে একদল অসহায় মানুষের জীবন সঙ্কটকে এ গল্পে ফুটিতে তুলেছেন।

'স্তন' গল্পটিতে দেখি আবু তালেব মোহাম্মদ সালাহ্‌উদ্দিন সাহেব দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় কাদেরের কাছে আসে, যার তিনদিন আগে ষষ্ঠ সন্তান জন্মগ্রহণ করে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে। আর সালাহ্‌উদ্দিন-এর অতি আদরের ছোট মেয়ে খালেদা প্রসবকালে প্রায় একই সময় তিনদিন আগে মারা গেছে। কাদেরের কাছে সালাহ্‌উদ্দিন সাহেব তার নাতিকে দুধ দেবার (কাদেরের স্ত্রী কর্তৃক) প্রস্তাব নিয়ে আসেন—'আমার নাতিকে দুধ দেবার কেউ নেই।' তখন মাতৃত্বের অনুভবে মাজেদা ভেবেছে—

> "দুধের শিশুকে কেউ কি ফেলতে পারে? যে মানুষ সদ্য সন্তান হারিয়ে শোকাপ্লুত, সেও পারে না। ...মাজেদার চোখ আবার জ্বলজ্বল করে ওঠে, অস্পষ্ট কোমল হাসির রেখা জাগে। হ্যাঁ, সে দুধ দেবে বৈকি। তার উন্নত স্ফীত স্তনে ঝরনার মতো আওয়াজ করেই যেন দুধ জমেছে। তার স্তনে সঞ্চিত দুধের বেদনা। সে-বেদনা জীবনেরই বেদনা; বুকে যা জমেছে দৃষ্টির অন্তরালে তা স্নেহ-মমতার সুধা।"[২৫]

এখানে উল্লেখ্য—

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 13
Website: https://tirj.org.in, Page No. 124 - 135
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "অরোনশৌ স্তনৌ পীনৌ ঘনাববিষমৌ শুভৌ।
> কঠিনার রোম সুরো মৃদুগ্রীবা চ কম্বুভা।।"
>
> (গরুড়পুরাণ ৬৫। ৯৫)

কৃষ্ণের মা দৈবকী কংস কর্তৃক কারাগারে বন্ধ, কৃষ্ণ মানুষ হচ্ছে যশোদার কাছে। এছাড়া কর্ণকে মা পরিত্যাগ করলে সারথি অধিরথ-এর বউ রাধা মানুষ করেছিল কৃষ্ণকে। স্তন—যা বিম্বফল, কুচফলের সঙ্গে তুলনীয়, সেই স্তনে ডাক্তার জানায় দুধ আসেনি। পৌরাণিক প্রত্নছাপটুকু ছাড়িয়ে মাজেদার জীবনে নেমে আসে মাতৃত্বের সঙ্কট।

> "মাজেদা আর দেরি করে না। তার সময় নেই। দৃঢ় হাতে সে ব্লাইজের বোতাম খুলে প্রথম ডান স্তন, তারপর বাম স্তন উন্মুক্ত করে। এবার বালিশের নীচে থেকে একটু হাতড়ে একটি সরু দীর্ঘ মাথার কাঁটা তুলে নেয়। তারপর, নিষ্কম্পহাতে সে কাঁটাটি কুচাগ্রের মুখে ধরে হঠাৎ ক্ষিপ্রভাবে বসিয়ে দেয়।...দেহে কোথাও মর্মান্তিক ব্যথা বোধ করলেও সে বুঝতে পারে, তার স্ফীত সুডৌল স্তন দুটি থেকে তরল পদার্থ ঝরতে শুরু করেছে। স্তনের নালায় যে বাধাটি ছিল সে বাধা দূর হয়েছে।...তার স্তন থেকে দুধ ঝরে, অশ্রান্তভাবে দুধ ঝরে। তবে সে দুধের বর্ণ সাদা নয়, লাল।"[২৬]

ওয়ালীউল্লাহের 'দুই তীর' গল্পে দেখি, নদীর 'দুই তীর'-ভাঙা ও গড়ার নিয়ত প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া নয়, বড় হয়ে উঠেছে ব্যবধান; আফসারউদ্দিন ও হাসিনার দাম্পত্য জীবনে সময়ের ঢেউ বয়েই চলেছে। এদের জীবনের বিচ্ছিন্নতা নগরকেন্দ্রিক ধনবাদী সভ্যতার শিক্ষা, সংস্কৃতি-চেতনা, শ্রেণি-অবস্থানগত কারণে। দাম্পত্য জীবনে অভিন্ন শয্যায় নিত্য নিঃসঙ্গ। আফসারুউদ্দিন হাসিনার মূলকাহিনির সঙ্গে সমান্তরালভাবে আরশাদ আলী-মরিয়ম খানমের উপকাহিনি অপ্রতিরোধ্য নিঃসঙ্গতার সম্পর্ক চিহ্নিত করেছে। Plerre Brunel এর 'Hreoism, Companion to Literary Myth', গ্রন্থে 'Heroes and Archetypes' প্রবন্ধে Hero's solar nature নামক একটি টেবিল পায়, যেখানে Solar hero-এর লক্ষণগুলি এইরূপ—

Physical aspect	: Shining (orpale) eyes, Bright hair, facial beauty, sharp profile.
Character	: Openness, Honestly
The social	: A powerful and solitary saviour. (Myth of de Gaulle)
General Symbolisum	: Light (Good)

আমাদের আলোচ্য 'দুই তীর' গল্পে এই মিথিক হিরোর লক্ষণগুলি প্রায় সবকটি মিলে যায়। আফসারউদ্দিন প্রতিনিয়ত তাদের অসুখী সম্পর্কের দূরত্ব ঘুচিয়ে ফেলতে চেয়েছে। তার দিক থেকে বাধা হয়ে এসেছে আত্ম-অহঙ্কার আর অপমানবোধ; হাসিনার দিক থেকে তার মানস-গঠন। দাম্পত্যের শূন্যতা শুষে নেবার মতো কোন অবসর বা ঘটনা এখানে ঘটে না। এই অন্তঃসারশূন্য নিয়তির অমোঘ প্রহসনের বিরুদ্ধে আফসারউদ্দিন লড়াই করেই চলে সেই 'মিথ অব সিসিফাস' কাহিনির মতো। সিসিফাস যেমন সারাদিনের শ্রমের ফল শূন্য জেনেও কর্ম-কর্তব্য পালন করতো; আফসারউদ্দিনও তাই করেছে। 'বড় নিঃসঙ্গ এবং নিঃসঙ্গতায় মানুষ বাঁচতে পারে না। অদম্য আশা নিয়ে মানুষ যে-নিঃসঙ্গতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, সে সংগ্রামে পরাজিত হলে তারপর তার আর কিছু থাকে না।' হাসিনার মনের গঠন ও দ্বন্দ্বের কাছে তার স্বপ্ন, আশা, কল্পনা, পরিশ্রম— সব প্রতিনিয়ত অর্থহীন-শূন্য প্রতিপন্ন হয়েছে।

'না কান্দে বুবু' গল্পে ওয়ালীউল্লাহ্ গল্পের কাঠামো ও সংলাপে রূপকথা বা লোককথার folk-narration-এর ঢঙে বাক্যের বারংবার পুনরাবৃত্তি করেছেন। গল্পকার এই গল্পের শরীরে কাহিনির সঙ্গে একটি লোককাহিনি বা লোকপুরাণ বুনে নিয়েছেন। লৌকিক ধর্মীয় সদাচারণের উপদেশ শুধু নয়, পির-ফকিরের প্রবল উচ্চারণ এসে যুক্ত হয়েছে এখানে —

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 13
Website: https://tirj.org.in, Page No. 124 - 135
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "আল্লাহু-আকবর আল্লাহু-আকবর আল্লাহু-আকবর। ভাই সকল তোমরা সবে করহ শ্রবণ, নতুবা কারও নাহি পরিত্রাণ। হের শুন চারিদিকে, দোয়া মাঙ্গ পির থেকে। কোন ভাই উটের কীর্তির যশ, শুনে দিলে হোক সাহস। খোদার কেরামতির কথা তাই, তোমাদের বলি তাই শুন ভাই, শুন ভাই মন দিয়ে শুন তাই। প্রশাব করিতে নিতে হবে ঢেলা, নাহলে হাসরের মাঠে বুঝিবে ঠেলা। ফেলে রাখি অন্য কাজ, পাঁচ ওক্ত পাড়িবে নামাজ। আর কি বলিব ভাই, মনে করে রেখ তাই, আল্লাহু-আকবর।"[২৭]

পীর-ফকিরের বয়ানের মিথিক্যাল ইঙ্গিত সম্পূর্ণত ধর্মীয় নয়, লৌকিকও; যা পূর্বপুরুষের ট্যাবু-টোটেমকে পরিস্ফুট করেছে। আবার, রূপকথার মতো শ্যামলপুরের বাদশার ছেলে আর মেয়ের কথা এই ভাবে এসেছে—

> "ছেলেটা মণিমাণিক্য খচিত অত্যাশ্চর্য লেবাস পরে শাদি করল, রাজত্ব করল, তারপর মরে গেল। গম্বুজওয়ালা সুদৃশ্য একটি ইমারত উঠল তার কবরের ওপর। আর মৃত্যুর দিনে এক সহস্র কবুতর ছাড়া হল। শাহজাদিরও শাদি হল আর স্বামীর ঘরে গোসাঘর পেল। শেয়ার ঘরে আর গোসা-ঘরে দিন কাটিয়ে সেও মরল। সেদিন এক সহস্র লোক দিনমোহর পেল।"[২৮]

পীর-ফকির কথা ও রূপকথার মধ্যে বাঙালির পুরাণ ঐতিহ্যের যে উৎসমুখ এবং মোহানা-দুইই লুকিয়ে রয়েছে তাকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌-এর গল্পে ধরা যায়। 'সাত বোন পারুল' গল্পের নামকরণে এবং সাত বোনের অনুষঙ্গে রূপকথার কাহিনি মনে পড়ে। মুসলিম ঐতিহ্য বাঙালি সংস্কৃতিতে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত হবার পরই পরীকথাগুলি গড়ে উঠেছে। বিলিতি রূপকথায় ভাল এবং মন্দ, দু-রকমের পরীই আছে। ওয়ালীউল্লাহ্‌-এর গল্পে বারবার এই পরী-কাহিনি দেখা যায়। ইসলামিক ও প্রাক্‌-ইসলামিক নানা মিথ যেমন আজরাইল-মিথ, জিন প্রসঙ্গ তাঁর গল্পে মুসলিম সমাজের বিশ্বাস ব্যাখ্যায় উঠে আসে। 'বংশের জের' নামক ছোটগল্পটিতে সেকেলে মস্ত ভারী লোহার সিন্দুকটির দশমনি ডালা তুললে মিলবে 'বংশানুক্রমে স্তরে স্তরে লিপিবদ্ধ করা বংশ ইতিহাস, তার মূলের আর ঘোরালো শাখা প্রশাখার বিস্তারিত কাহিনি।' পুরাণের যে লক্ষণ[২৯] — সর্গ বা সৃষ্টি, প্রতিসর্গ বা প্রলয়, মন্বন্তর এবং বংশ— এদের মধ্যে 'বংশ' বিবরণী বা বংশ ইতিহাস এই গল্পের একটি অন্যতম মিথিক্যাল উপাদান।

উপসংহার : আলোচ্য গল্পগুলির প্রেক্ষিতে আমরা দেখলাম ওয়ালীউল্লাহ্‌ মিথকে জোর করে ব্যবহার করেন না। খুবই প্রাসঙ্গিক ভাবে তার চরিত্র সমাজ বিশ্বাসের সামূহিক নির্জ্ঞান হিসাবেই কাজ করে মিথের ধারণা। দেশি-বিদেশি মিথ, রূপকথা-লোককথা প্রভৃতি লোকপুরাণ এবং প্রত্ন প্রতিমার ব্যবহার ও তার উত্তরণ ওয়ালীউল্লাহের শিল্পিত নির্মাণে সহজ, স্বাভাবিক হয়েছে। পিতৃপুরুষের সঙ্কট বর্তমান জীবন-সঙ্কটের সঙ্গে অন্বিষ্ট হয়ে থাকে পরতে পরতে। 'সওগাত' পত্রিকার সম্পাদক কাজি আফসারউদ্দিনকে লিখিত পত্রে ওয়ালীউল্লাহ্‌র সাহিত্য-ভাবনার মূল সুরটি জানা যায়—

> "...I want to write মুসলমান সমাজ নিয়ে—আমার সমগ্র মনের ইচ্ছে সেদিক পানে। এও একরকম passion থেকে সৃষ্ট। মুসলমান সমাজ সম্বন্ধে আমরা কেউ হয়তো অজ্ঞ নই; কিন্তু অধঃপতনের এই যে একটা চূড়ান্ত অবস্থা— এই অবস্থা নিয়ে লিখে আমার লেখা কলঙ্কিত(?) করতে চাই।"[৩০]

ওয়ালীউল্লাহের রচনায় বাঙালি মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্তের জীবনের প্রকৃত বাস্তবতা তুলে ধরাই কথাসাহিত্যের প্রকৃতি উদ্দেশ্য তা, বোঝা যায় এই বক্তব্যে। আর তা করতে গিয়ে মিথের নবরূপায়নের সাহিত্যিক প্রক্রিয়াটি তাঁর লেখনীর একটা অন্যতম উপাদান হয়তে উঠেছে। বর্তমান নিবন্ধের আলোচনার প্রেক্ষিতে ওয়ালীউল্লাহের নির্বাচিত ছোটগল্পে মিথের বহুমাত্রিক স্বর-দ্যোতনার পরিচয়টি পেলাম।

হিন্দু ও ইসলামিক পুরাণের ব্যবহার অর্থাৎ ভারতীয় এবং আরবীয় সমাজ সংস্কৃতি ও পুরাণ-লোকপুরাণ সম্পর্কের গভীর জ্ঞান এবং অনুভব নিয়ে ওয়ালীউল্লাহ্‌ তাঁর ছোটগল্পের অপূর্ব শিল্পনির্মাণ করেছেন। আমরা মিথের আলোচনার প্রেক্ষিতে দেখলাম, সুদূর প্যারিসে জীবিকাসূত্রে বসবাস করেও দেশ ও সংস্কৃতির প্রতি মমত্ব নিয়ে মুসলিম মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্তের জীবনের দ্বন্দ্ব ও সত্যের উদ্ভাসনে বলিষ্ঠ লেখনশৈলীর প্রয়োগ করেছেন তিনি।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 13
Website: https://tirj.org.in, Page No. 124 - 135
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Reference:

১. জীনাত ইমতিয়াজ আলী, 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ : জীবনদর্শন ও সাহিত্যকর্ম', নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ২৮

২. দাশগুপ্ত, শুভা চক্রবর্তী, 'মিথ', 'সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত বুদ্ধিজীবীর নোটবই', পুস্তক বিপনি, কলকাতা, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১১, পৃ. ৩৮৩

৩. Jung, Carl, 'Modern Man in Search of a Soul', A Harvest/HBJ Book, New York and London, 1933, p. 15

৪. সেনগুপ্ত, চন্দ্রমল্লী, 'মিথকথার পূর্বসূত্র : পরিচয়, প্রেরণা, প্রয়োগ, পুনর্নির্মাণ', 'মিথ পুরাণের ভাঙা-গড়া', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ১

৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ, 'জীবনানন্দ: পুরাণ প্রসঙ্গ ও প্রত্নপ্রতিমা', বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, সপ্তদশ সংখ্যা, ২০০০ পৃ. ৩৭

৬. J.A. Kudan, 'A Dictionary of Literary Terms', Dubal and company, New York, 1976, p. 121

৭. ভট্টাচার্য, দেবীপদ, 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-র উপন্যাস: দ্বিতীয় চিন্তা', ভাষা-সাহিত্য পত্র, ১৩৮৫। অন্য একটি মত হল, প্রথম মুদ্রিত ছোটগল্প 'সীমাহীন এক নিমেষে'। প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকা ইন্টার মিডিয়েট কলেজ বার্ষিকীতে।

৮. দুর্ভিক্ষ ও তৎসৃষ্ট নানা, সমস্যা ও সংকটকে উপজীব্য করে গল্প লিখেছেন জগদীশ গুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। 'নয়নচারা' গল্পে বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকের মতো ক্ষুধাতুর মানুষের সমস্যা বড় হয়ে উঠেছে।

৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল কুমার, 'পৌরাণিকা' (দ্বিতীয় খণ্ড), ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৫৫, পৃ. ১৬২

১০. ইলিয়াস, আখতারুজ্জামাই, 'নয়নচারা', 'গল্পসমগ্র', চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ ২০০৯, পৃ. ৩

১১. বন্দ্যোপাধ্যায়, অমলকুমার, 'পৌরাণিক' (প্রথম খণ্ড), ফার্মা কে.এল.এম.প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৬৮, পৃ.৪৭

১২. দত্ত, মিলন, 'চলিত ইসলামি শব্দকোষ', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম দে'জ সংস্করণ ২০১১, পৃ. ২৯
লেখক 'আজরাইলের পরিচয় সম্পর্কে বলেছেন— "আজরাইল প্রাণহরণকারী ফেরেশ্‌তা। ফেরেশ্‌তা ফার্সি শব্দ। আরবিতে বলা হয় মলক। ...আজরাইল হল মৃত্যুর দূত। তাই তাকে বলা হয় মালেক-উল-মৌত। ইহুদি ধর্মেও আজরাইল রয়েছে।

১৩. ওয়ালীউল্লাহ্, সৈয়দ, 'নয়নচারা', 'গল্পসমগ্র', চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ ২০০৯, পৃ.২

১১৪. ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের চারটি খণ্ডের নাম—ব্রহ্মখণ্ড, গনেশখন্ড, প্রকৃতিখণ্ড এবং শ্রীকৃষ্ণের জন্মলাভ। এর মধ্যে প্রকৃতিখণ্ডের ত্রয়োদশ এবং পরবর্তী অধ্যায় জুড়ে তুলসীর জন্ম, ও জীবনী জানা যায়। তুলসী নারায়ণের স্ত্রী। এক কথায় তিনি বঞ্চিতা মহিমা। পুরাণের একটি নারীচরিত্র বেছে নিয়ে, গল্পকার মানুষের অস্তিত্বের সঙ্কটে মহিলার ভূমিকার কথা স্মরণে এনে দিয়েছেন, বঞ্চিতা তুলসী সবদিক রক্ষা করতে পারে না।

১৫. ওয়ালীউল্লাহ্, সৈয়দ, 'একটি তুলসীগাছের কাহিনি', 'গল্পসমগ্র', চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ ২০০৯, পৃ. ৮১

১৬. Chetwynd, Tom, 'Dictionary of sacred Myth', Aquarian/ thorsons, 1886, p. 132
এখানে আরও বলা হয়েছে—
The three-formed Moon appears to have been sin (or sune)-Nanna-Dumuzi in Mesopotamia, Artemis-seleno-Hecate in Greece, Dianna-Luna-Prosperpina Rome.But Hecate herself was also three form, and appeared as selenc in Heaven, Artemis on Earth, and Persephone in the under-world. With three bodies of Lioness (Like Sekhmet in Egypt), horse and dog.... Moon is especially associated with dance, music, the inner life of man, story-telling, myth, ritual, sex drame the civilization and culture which alternates with the world.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 13
Website: https://tirj.org.in, Page No. 124 - 135
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১৭. ওয়ালীউল্লাহ্, সৈয়দ, 'খণ্ড চাঁদের বক্রতায়', 'গল্পসমগ্র', চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ ২০০৯, পৃ. ৫৫
১৮. ওয়ালীউল্লাহ্, সৈয়দ, 'পরাজয়', 'গল্পসমগ্র', চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ ২০০৯, পৃ.১৮
১৯. চৌধুরী, ড. দুলাল, সম্পাদিত, 'বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ', আকাদেমি অব ফোকলোর, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৪, পৃ. ৫১
২০. ওয়ালীউল্লাহ্, সৈয়দ, 'পরাজয়', 'গল্পসমগ্র', চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ ২০০৯, পৃ.১৯
২১. বিশ্বাস, অচিন্ত্য, সম্পাদিত, 'কবি বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল', নিউ বইপত্র, কলকাতা, প্রকাশ কাল ২০১৭, পৃ. ৩২১
বিজয় গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ' এর ভাসান পালা'য় বেহুলার সংলাপ—
"পতি বিনে মোর চিত্তে থাকে যদি আন। অঘোরে নরকে যাব নাহি পরিত্রাণ।।
মরা স্বামী লয়ে যাব দেবের সমাজ। শিবপুরী গেলে মোর সিদ্ধ হবে কাজ।।
পৃথিবীতে আশা করি রাখিব ঘোষণা। জিয়াইব নিজ পতি ভাসুর ছয়জনা।।"
২২. ওয়ালীউল্লাহ্, সৈয়দ, 'পরাজয়', 'গল্পসমগ্র', চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ ২০০৯, পৃ.২১
২৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল কুমার, 'পৌরাণিকা' (দ্বিতীয় খণ্ড), ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৫৫, পৃ. ১৪
২৪. আহমেদ, হাফেজ মুনির উদ্দীন, 'সূরা আল ক্বারিয়াহ', 'কোরআন শরীফ' (সহজ সরল বাংলা অনুবাদ), আল কোরআন একাডেমী লণ্ডন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ২০০২, পৃ. ৬৪০
২৫. ওয়ালীউল্লাহ্, সৈয়দ, 'স্তন', 'গল্পসমগ্র', চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ ২০০৯, পৃ. ১৩১
২৬. তদেব, পৃ. ১৩৪-১৩৫
২৭. ওয়ালীউল্লাহ্, সৈয়দ, 'না কান্দে বুবু', 'গল্পসমগ্র', চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ ২০০৯, পৃ. ৩৮৫
২৮. তদেব, পৃ. ৩৮৮-৩৮৯
২৯. বসু, গিরীন্দ্রশেখর, 'পুরাণপ্রবেশ', বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ ২০১৯, পৃ. ১
৩০. মকসুদ, সৈয়দ আবুল, 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন ও সাহিত্য', দ্বিতীয় খণ্ড, মিনার্ভা বুকস, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ৩৩৯